চেতনার আর্শিতে খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক

সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে...

কয়েক দিন আগে কলেজ ম্যাগাজিনের প্রুফ রিডিং করছিলাম। হঠাৎ টিজা শমতা মালাকার নামের একটি মেয়ের "মা" শিরোনামের একটি ছোট লেখা পড়ে আমি থেমে গেলাম। একটি সংলাপধর্মী লেখা। লেখাটির সংক্ষিপ্তরূপ: ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে একটি অসহায় মানব শিশু ও স্বর্গদূতের মধ্যে কথা হচ্ছিল। স্বর্গদূত শিশুকে বলছিলেন, একটু পরেই তুমি পৃথিবীতে জন্ম নিবে, এবার আমার বিদায় নেবার পালা। অসহায় শিশুটি বলে উঠলো- আমিতো খুব ছোট ও অসহায়, কে আমার সহায় হবেন? স্বর্গদূত তাকে বললেন, একজন দেবদূত তোমার সহায় হবেন। শিশুটি বলল, আমি তো কথা বলতে পারি না। আমার ব্যথার কথা কীভাবে বলবো? স্বর্গদূত বললেন: একজন দেবদূত তোমার সকল বেদনা বুঝতে পারবেন। তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবেন, তোমার হয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করবেন। যাও পৃথিবী তোমার জন্য সুন্দর ও সুখের স্থান হবে। একজন দেবদূত তোমার জন্য সব নিশ্চিত করে রাখবেন। শিশুটি তখন জানতে চাইলো, কে সেই দেবদূত! স্বর্গদূত মুচকি হেসে বললেন- তুমি তাকে মা বলে ডাকবে।

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ে লেখার প্রাসঙ্গিক ভুমিকা কি তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে? হতেও পারে! তবে মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় প্রাসঙ্গিক চেতনায় ঝড় তোলে। একজন দেবদূত, একজন মা এবং একজন অসহায় শিশুর প্রতীকই সম্ভবত খ্রিস্টান ঋণদান সমিতির ইতিহাসের চেতনাকে দৃশ্যমান করে তুলবে। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে চেতনা ও ইতিহাসের আর্শিতে দেখা যাবে তাঁর অবয়ব।

এই লেখা লিখতে যেয়ে নিজেই কিছুটা দ্বিধান্বিত। কী লিখব ? একটি তথ্যবহল ইতিহাস? নাকি এই ইতিহাসের সাথে আমার সম্পৃক্ততা? কিংবা একটি ইতিহাসের গতিপ্রবাহ? কোনটিকেই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। তারপর মনে হলো যিনি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক তাঁকে নিয়ে লেখাই বোধ হয় দরকার!

আমি খুবই খুশি যে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন হাঁটি হাঁটি পা পা করে তার সাফল্যের পঞ্চাশটি বছর পার করে এবছর পালন করছে তার সুবর্ণ জয়ন্তী। স্বর্ণ সম্ভবা, পাকা ফসলের ডালা হাতে ঐশ্বর্যময়ী এক জগৎজননী যেন আজ হেসে হেসে বরণ করছে কালচক্রের পঞ্চাশতম বর্ষকে ও তার আপন সন্তানদের। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সুবর্ণ বর্ষকে যাঁরা শীর্ষরূপ দিয়েছেন, চেতনাকে বাস্তবায়ন করেছেন, সফলতা বিফলতাকে আলিঙ্গন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই এ লেখার অবতারণা। বিশেষভাবে খ্রীস্টান ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বা জনক শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস যে. ইয়াং, সিএসসি- এর ব্যক্তিজীবন, দূরদৃষ্টি, পরার্থপরতা ও অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। ভগবান প্রেরিত দূত হয়েই যিনি আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন- সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া খ্রীষ্টিয় সমাজকে যিনি মাতৃরূপ মমতা ও যত্ন দিয়ে তুলে এনেছেন দুদর্শার অতল গহ্বর থেকে। অভাব - দারিদ্র্য মুছে দিয়েছেন হতাশাগ্রস্ত সমাজের মানুষের জীবন থেকে। তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে লেখার পরিধি নি:সন্দেহে বড় হবে, তবুও সংক্ষিপ্ত হলেও এই প্রজন্মের মানুষের জন্য তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শৈশব ও শিক্ষা জীবন:

ফাদার চার্লস যে. ইয়াং, সিএসসি পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন যাজক ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ডানিয়েল ইয়াং ও মায়ের নাম মেরি জেনিংস। তাঁর পিতামাতার আদি বাসস্থান ছিল আয়ারল্যান্ডে। তাঁরা ছিলেন তিন ভাইবোন। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর জন্ম হলেও যীশুর নামে জীবন উৎসর্গ করে, মানবসেবার উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে তিনি মিশনারী হিসেবে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে) আসেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, ২১ বছর বয়সে তিনি সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২ জুলাই তিনি প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন এবং একই বছর মিশনারী হিসেবে এদেশে আগমন করেন।